# স্বর্ণাঞ্জলী

শ্রীস্বর্ণময়ী দেবী

# ভূমিকা।

কবিতা ও সঙ্গীত, এই দুইয়ের উৎস যে কোথায় এবং কবিতার ধারা ও সঙ্গীতের ধারা কোন্ আকারে যে সকলের সমক্ষে রূপ ধারণ করিবে তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে নির্ণয় করা কঠিন।

কঠোর কর্কশ পাষাণের বুক ভেদ করিয়া স্বচ্ছ সুপেয় নির্ম্মল জলরাশি নদীর আকারে মানবের তৃষ্ণা নিবারণ করে। অনেক সময় দেখা যায় নীরস কঠিন লক্ষ্মীর ঝাঁপি হইতেও সরস মধুর সরস্বতীর আলাপ বাহির হয়; ধনীর গৃহেও ভারতীর আরতি-ধ্বনি শুনা যায়।

আলোচ্য "স্বর্ণাঞ্জলি" পুস্তকের রচয়িত্রী ধনীর কন্যা হইয়াও বহু সঙ্গীতের জনয়িত্রী। সঙ্গীত-সরস্বতীর সেবা-কার্য্যে তাঁহার পক্ষে লক্ষ্মীদেবী প্রতিবন্ধক হইয়া দাড়ান নাই। গঙ্গাদেবীর স্বাভাবিক স্রোত হিমালয়ের বক্ষ হইতেই সহজে ছুটিয়া আসে।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুরাপাড়ার জমিদার স্বর্গীয় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন স্বনামধন্য ভূম্যধিকারী। তাঁহারই কন্যা শ্রীযুক্তা স্বর্ণময়ী দেবী স্বামীর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল বহুসংখ্যক সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করিয়াছেন, সুকণ্ঠ গায়িকারূপে নিজেই সেই সমস্ত সঙ্গীতের সুর যোজনা করিয়াছেন; পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গগত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মাতৃ-রচিত সঙ্গীত-কানন হইতে বাছা বাছা কুসুম চয়ন করিয়া "গীতিমালা" নামক সঙ্গীতেরমালা পরলোকগত মাতামহের উদ্দেশ্যে অর্পণ করেন। সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা।

আমরা তখন মুরাপাড়াতে অবস্থান করিয়া শৈশব ও কৈশোরের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় বিদ্যাদেবীর আরাধনায় রত। তখন গীতিমালার লেখিকার কণ্ঠে এবং তাঁহার সুগায়ক চতুর্থ ও পঞ্চম পুত্রের কণ্ঠে ঐ সমস্ত গীতিকার ধ্বনি মধুর মধুর উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছি।

আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে গীতিমালা নিঃশেষিত হওয়ার পর তদীয় দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৃদ্ধা জননীর প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত এবং মাতামহের স্মৃতি রক্ষাকল্পে সেই গীতিমালারই দ্বিতীয় সংস্করণ স্বরূপ "স্বর্ণাঞ্জলি" মুদ্রিত করতঃ প্রকাশ করিয়াছেন। মাতা স্বর্ণময়ীর নামসংযুক্ত এই "স্বর্ণাঞ্জলি" আশা করি বঙ্গভারতীর সঙ্গীত মন্দিরে চির সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। গ্রন্থকর্ত্রীর তৃতীয় পুত্র পরলোকগত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জামাতার সাহায্যে "স্বর্ণাঞ্জলি" মুদ্রণ সম্ভব হইল। এই জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

মুরাপাড়ার জমিদার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা স্বর্গগত পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহোদরা তিন ভগিনীর মধ্যে লেখিকা স্বর্ণময়ী দেবী দ্বিতীয়া ভগিনী। ইঁহার স্বামী ছিলেন ৺ শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থাপিত কুলীন। বর্ত্তমান সময়ে কাগজের দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ "গীতিমালার" সমস্ত সঙ্গীত "স্বর্ণাঞ্জলীতে" ভরিয়া উঠে নাই।

পঞ্চতীর্থ শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
বেদান্তশাস্ত্রী
আলগী, ঢাকা।

১১ই শ্রাবণ, গুরুপূর্ণিমা
সন ১৩৪৯।

শ্রীস্বর্ণময়ী দেবী।

বয়স ৮০ বৎসর (১৩৩৯, শ্রাবণ)

# বন্দনা।

কোথাগো মা বরদে বীণাপানি।
প্রণতি করি মা পদে বাক্-বাদিনী॥

মা! তব করুণাগুণে বিদ্যা-লাভ বিদ্যা-হীনে।
অবিদ্যা নাশিয়ে বাঞ্ছা পূরাও জননী॥

শক্তি দেওমা! মহা-শক্তি, থাকে যেন চরণে ভক্তি,
তব নাম গুণগানে জুড়ায় প্রাণী॥

৺রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পিতৃদেবের চরণে

পিতাস্বর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

*       *       *       *       *

হে পিতঃ! তব চরণে অঞ্জলি অর্পিতে,
বহুদিন পুষিয়াছি আশা হৃদয়েতে।

রচিত এ গীতি-মালা শক্তির শক্তিতে,
দয়াময়ী তারা আজ দিয়াছে করেতে।

তাই এ অধমা-স্বর্ণ ভকতি ফুলেতে,
করপুট পূর্ণ করি দিলেক পদেতে।

সন্তাপিত পোড়া-হৃদি রেখেছি শান্তিতে,
উৎসর্গী এ গীতি-মালা তোমার নামেতে।

আশীর্ব্বাদ কর পিতঃ, সংসার ঘোরেতে,
তাপিত তনয়া ত্রাণ পায় চরমেতে॥

১৫ই শ্রাবণ,
সন ১৩৪৯ সাল।

আপনার—
স্নেহের—**স্বর্ণ**।

৺রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জমীদার, মুরাপাড়া (ঢাকা)।

মৃত্যু— ২৪শে বৈশাখ, সন ১২৯৩ বাং

মুদ্রাকরের ভ্রমবশতঃ কোনও গান দুইবার মুদ্রিত হইয়াছে এবং কোনও কোনও গানে সামান্য বানান ভুল আছে তজ্জন্য গ্রন্থকর্ত্রী ত্রুটি স্বীকার করিতেছে।

গ্রন্থকর্ত্রী

# স্বর্ণাঞ্জলি

( ১ )

গুরু ! সকলি তোমার কর্ম্ম করিতেছে এই ভবে,
তুমি আমার আমি তোমার, যা করাও তাই করি তবে।
তুমি অখণ্ডমণ্ডলাকার ব্যাপ্ত যেন চরাচর
তুমি চৈতন্য সর্ব্ব জীবে।
জ্ঞান-মন-প্রাণ তুমি, চৈতন্য স্বরূপ স্বামী,
কর্ম্মকর্ত্তা তুমি ভবে, কর্ম্মের দোষী কেন কর জীবে ॥
সত্ত্ব, রজ, তমো গুণ তোমাতে উদ্ভব তিন,
প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি যত তোমার অধীন সবে।
তুমি সর্ব্বভূতে ভূতেশ্বর কর সৃষ্টিস্থিতিসংহার,
পরমাগতি পরমেশ্বর, তোমায় জানতে পারে কে তবে।
গুরু অপার মহিমা তোমার, জানতে পারে সাধ্য কার,
দয়াময় দয়ার আধার, অধমা স্বর্ণের গতি কি হবে ॥

---*---

( ২ )

পরমাত্মা পরমেশ্বর, জীবাত্মার অধিষ্ঠান,
অঙ্গুষ্ঠ প্রমান রূপে হৃদয়ে বিরাজমান।
জ্ঞান মন প্রাণশক্তি সদা করিতেছে দান,
হ'য়ে মন তার অনুগত সদা কর না ধ্যান।
পুত্র কন্যা পরিজন, ধন ঐশ্বর্য্য—যা যখন,
পেয়ে মুগ্ধ অনুক্ষণ করনা তার প্রণিধান।

নিকটে থাকিতে মন পেলেনা তার সন্ধান,
আছে অজ্ঞান তিমিরে ঢাকা যে এ দু-নয়ন।
স্বর্ণের এই মরম-ব্যথা যাবেনা বুঝি কখন,
জ্ঞান-জ্যোতি বিকাশিয়ে তিমির করিবে হরণ

(গুরু) যে ধন দিয়েছে তোমায় করবে মন ঐ নাম সার,
গুরুদত্ত মহামন্ত্র হৃদে রাখ অনিবার।
নাম সদা কর তন্ত্র ঘুচে যাবে মোহ ভ্রান্ত,
ঐ নামে পালায় কৃতান্ত, অনায়াসে হয় ভবে পার।
গুরু পরমব্রহ্ম সনাতন চিন্‌তে পারে কয়জনে,
যে চিনেছে জ্ঞান-যোগে ভক্তি মেখে নয়ন মনে।
সে তো চিন্ময় চিদানন্দ সদা ভাবে হ'য়ে আনন্দ,
আত্মারূপি পরমাত্মায় মিশিয়ে বসে যোগাসনে।
স্বর্ণের হ'ল না সাধ্য চিনিতে সেই ভবারাধ্য,
(গুরুর) দয়া বিনে মন হয়না বাধ্য, ভজিতে ঐ চরণে॥

——✱——

( ৮ )

গুরু সত্য নিরঞ্জন সত্য গুরু এ সংসারে,
গুরু ধর্ম্ম, গুরু কর্ম্ম, গুরু ব্রহ্ম যে জানতে পারে।
গুরু ধ্যান, গুরু জ্ঞান, গুরু পদে সপিয়ে প্রাণ,
হও মন সাবধান অনিত্য বিষয় ঘোরে।
স্বর্ণের এই অজ্ঞান মন র'য়েছে মোহ আঁধারে,
শ্রীগুরুর কৃপা বিনে কেমনে এ ভবে তরে॥

——✱——

[ দুই ]

( ৫ )

শ্রীগুরু ধন যে পেয়েছে, তার কোন ভাবনা থাকেনা,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ হয় সাধনা।
সে ধনের যে অধিকারী সে কি চিন্তে ভববারি,
শ্রীগুরু কাণ্ডারি করি, পার হয়ে যায় ভয় করেনা।
তাই বলি মন সে ধন খুঁজে যতন কর বুঝে বুঝে,
যতনে বিফল হবেনা মিলবে রতন কাচা সোনা॥

---*

( ৬ )

শ্রীগুরু পদে মজ রে মন ঘুচে যাবে ভব যাতনা,
অনিত্য বিষয় ঘোরে ভুলে সদা থেকোনা।
মন কেন রে হওনা বাধ্য ভজন-সাধন হ'লো অসাধ্য,
চিন্‌লেনা পরম আরাধ্য—অন্তে শমন ছাড়বে না।
স্বর্ণ বলে মনরে ভোলা হ'ল শুধু কাজের বেলা,
পার হ'তে ভবের ভেলা কাণ্ডারি কেন করনা॥

---*---

( ৭ )

মনের মানুষ ঘরে রেখে দেখিস্‌নে মন দিশেহারা,
সে তো আঁধারে মানিক ঝলকে দেখবে কেন কপাল পোড়া!
স্বচ্ছ ফটিকের মত সদায় দ্বাদশ জলে আশিস্ করা,
চক্ষু থেকে অন্ধ হ'লে (মন) ইহ-পরকাল দুইই সারা।
কর্ম্মযোগের ফল বিনা সে মানুষ কি যায় ধরা,
স্বর্ণ বলে কর্ম্মদোষে কাছে পেয়ে হ'লে হারা॥

---*---

( ৮ )

মনে হয় গুরুপদে মজিয়া রই—কাজে হয়না শুধু মুখে কই।

মহামায়াব মায়া-জালে মোহ-ঘোর সংসার জঞ্জালে,

সদা আমার আমার আমার ব'লে ভূলে ওপদ স্মরি কই।

পুত্র কন্যা বন্ধুজন যাদের বলিছ আপন—

তারাই আপদের কারণ, জানিয়ে ভুক্ত-ভোগি হই॥

——*——

( ৯ )

শ্রীগুরু দেবের নাম লওরে মন একবার—

মিছে কাজে ঘুরে ঘুরে দিন তো চ'লে গেল এবার।

মন জানিছ ভবে সব অনিত্য, কেউ কারও নয় মিছে তত্ত্ব,

এর জন্য হ'য়ে মত্ত সদা কর আমার আমার।

কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কর্ম্ম মাত্র আসা যাওয়া বার বার,

যে বুঝে কর্ম্ম করে, সে কি ফিরে আসে আর।

স্বর্ণ বলে ওরে মন কেন হও বিড়ম্বন, ঘুচে যাবে সব যাতনা,

গুরুর নাম কর সার॥

——*——

( ১০ )

অজ্ঞান আঁধারে, মহা মোহ ঘোরে,

হেরিনা প্রভু তোমারে।

কবে আঁধার ঘুচিবে, মোহ টুটিবে,

জ্ঞানজ্যোতি দিবে হৃদয় আগারে।

থাকহে সদা হৃদয় মন্দিরে,

লুকায়ে যেন গুপ্ত ভাব ধরে,

তব দয়া বিনা হেরিতে নারে,
দেখা দাওনা যারে তারে
তুমি হে পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি—
তোমা হ'তে জীব উদ্ভব, লয়, স্থিতি—
কর্ম্ম করণ অকরণ তোমার প্রবৃত্তি,
জীবে ফল ভোগায় এনে বারে বারে ॥

—*—

( ১১ )

শয়নে-স্বপনে কিবা জাগরণে  তোমায় কেন গো হেরিনে
ডেকে ডেকে কত হইয়ে আকুল  একবার দেখা পাইনে।
হৃদয় মন্দিরে রয়েছ বসিয়ে  মনে হয় যেন আছ ঘুমায়ে।
দ্বার খুলে দিয়ে বলহে উঠিয়ে  হেরি যেন গোপনে নয়নে।
পাপ তাপ জ্বালা সব যাবে  (স্বর্ণের) মানব-জনম সফল হবে।
সমনের ভয় ঘুচিয়ে যাবে,  হেরিলে রাঙ্গা চরণে।

—*—

( ১২ )

তুমি হে নাথ দয়ার আঁধার তাই ডাকিহে কাতরে।
সর্ব্বব্যাপী সকল স্থানে জীবের জীবন আঁধারে ॥
তুমি হে পরমাত্মা চিদানন্দ জ্ঞান দাতা,
তুমি চৈতন্য মন-প্রাণ থাক মূল আধারে।
সত্ত্ব-রজ-তমগুণ তোমাতে উদ্ভব তিন,
তুমি পুরুষ হও প্রকৃতি সদা আছ সহস্রারে ॥

সাধিষ্ঠানে হও অধিষ্ঠান মণিপুরে কর অবস্থান,
চতুর্দ্দলে হংসরূপে দ্বাদশে আছ ওঁকারে।
স্বর্ণের কি উপায় হবে, গেলনা মোহ বিকার,
তব দয়া বিনে কি আর, মুক্তি হয় ভব পারে॥

——*——

( ১৩ )

(মন্) হৃদয়ে পরম আত্মা পরম ধাতা পরম পুরুষ সনাতন।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কর ঐ শ্রীপদে সমর্পণ॥
এ অনিত্য সংসার প্রবঞ্চমায়া লীলাময়ের লীলা অপার,
মন্ জানিয়ে জ্ঞান না বুঝিয়ে বুঝিনা,
দেখিয়ে দেখনা এ কেমন।
পুত্র, কন্যা, ধন, বন্ধু, পরিজন,
আমার আমার ক'রে ভাবিছ আপন।
তুমি নহে কার, কেহ নয় তোমার॥

——*——

( ১৪ )

করনা একবার তার প্রণিধান।
স্বর্ণের দিন তো ব'য়ে যায়, মিছে,
কালচক্র সদা ঘুরিতেছে পিছে;
যদি চাও এড়াতে সেই রবিসুতে,
একান্তে ভাব গুরু ব্রহ্ম ঐ চরণ।

——*——

( ১৫ )

একমাত্র বাসুদেব সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বদেবতায় তাঁর অধিষ্ঠান রয়,
সে তো সকল জীবের পরমাত্মা পরম পুরুষ ধাতা,
সৃজন-পালন-কর্ত্তা, শক্তিসহ বিরাজয়।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন রূপে হয় উদয়,
তিনে এক একে তিন, যে জানে তিন ভিন্ নয়,
পরমাত্মা পরমগুরু বাঞ্ছাপূর্ণ কল্পতরু—
যে জেনেছে এই তত্ত্ব তার মানব জনম সফল হয়।
স্বর্ণের হ'লো না কোন তত্ত্ব যদি নিজগুণে দেন অভয়॥

( ১৬ )

আঁধারে পড়িয়া প্রভু না হেরে ডাকি তোমায়,
দেখা তো দিলে না এবার অধমা ব'লে আমায়।
হরিহর এক প্রাণ, না হয় যেন অভেদ জ্ঞান,
পরমাত্মা-রূপে অধিষ্ঠান, হৃদয়ে আছ সদায়।
গু-কারে হয় মায়া প্রকাশ, রু-কারে বিনাশক তা'
তাই গুরু ব'লে সবে জগতে ডাকে তোমায়।
ধ্যান করি এ হৃদি মাঝে স্বরূপে হেরি তোমায়,
আঁধার হ'রে জ্যোতি যেন নয়নে হেরি তোমায়॥

—*—

( ১৭ )

মন বড় অবোধ অজ্ঞান স্থির হ'য়ে রহেনা,
গুরু-ব্রহ্ম-পদ ধ্যান করিতে ঘুরে ভাবে সে বাসনা।
মন নিয়ে হই কষ্ট সাধ্য, হইতে চায় না মোটে বাধ্য,
হবে কি সেই ভবারাধ্য পরমপদে সাধনা।
চারিদিকে ঘটে বিপদ, যাবে কি সেই মনের গলদ,
যে-পদ স্মরে ঘোচে আপদ, স্বর্ণের হয়না সেই ভাবনা॥

( ১৮ )

গুরুদেব পরমাত্মাধন সর্ব্বজীবে বিরাজমান,
আছ সর্ব্ব-চরাচরে, অখণ্ড মণ্ডলাকারে,
তাই সবে বলে তোমায় বিশ্বরূপ নাম।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনরূপে হও সাকার,
যুগে-যুগে অবতার, সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশন।
এ ভাবে যে জান্‌তে পারে সে ভাবেনা ভবপারে,
সে জনমে না বারে বারে হয় ব্রহ্মেতে নির্ব্বান।
তব দয়া বিনে, কে আর জান্‌তে পারে সাধ্য কার,
লীলাময়ের লীলা অপার, যারে হও দয়াবান।
স্বর্ণ অতি ভক্তিহীনা, ভজন-পূজন বিহীনা,
অন্তে কি পাইব তব কৃপা-কণা দান॥

——*——

( ১৯ )

আমি চিন্‌লাম না গুরু কেমন ব্রহ্ম-সনাতন.
বিষয়-মোহে রহিলাম ভুলে, জানিলাম না সন্ধান !
ব'সে আছ হৃদি-দ্বাদশ জ্বেলে শক্তি-সহ কুতূহলে,
শুধু ভাবি কল্পনার অধীন।
অধম সন্তানে, রেখেছ আঁধারে, মোহ-বন্ধনে,
হেরিতে নারি তোমায় থাকিতে নয়ন।
স্বর্ণের জীবন হ'য়ে এলো শেষ, কি হবে যে অবশেষ,
এ দয়া ক'রো অন্তে নাম থাকে স্মরণ।

( ২০ )

মন) ভক্তিমনে ভজ শুধু ব্রহ্ম-সনাতন,
ধ্যান-হৃদি হবে দিব্য জ্ঞান।
হৃদয়-দ্বাদশ পদ্মাসনে ব'সে আছেন হাস্য-বদনে,
নিরমল নির্ব্বিকার শ্বেত-বরণ।
গলে মুকুতার মাল্লা, ভালে শোভে চন্দ্রকলা,
চিন্ময় চিদানন্দ পরমাত্মা ধন।
ব্রহ্মা, শিব সেই গোবিন্দ, তিনে এক ভেবে আনন্দ,
ভক্তিমূলে মনঃপ্রাণ কর সমর্পন॥

( ২১ )

গুরু কি জন চিন্‌লে না মন, গুরু জীবের পরমাত্মা ধন,
গুরু ধর্ম্ম, গুরু ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-সনাতন ;
গুরু বিনে নাই বন্ধু এ তিন ভুবন।
গু-কারে মোহ-অন্ধকার, রু-কারে হরে আঁধার,
তাই তাহে গুরু বলে, কহে সর্ব্বজন।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন রূপে এক কর,
ভজনের সদুপায় অভেদ জ্ঞান॥

( ২২ )

গুরু নাম পরম ব্রহ্ম জপিতে মন চায় না, ভজিতে মন চায় না,
হ'য়ে মানসালস নামেতে আছে বিরশ,
যে নামে কলুশ নাশ বিরত মন রসনা। (নামে)
ভাবি মনকে ক'রব বশ ত্যাগিয়ে সংসার আশ,
ছিঁড়তে নারি কর্ম্ম-পাশ, হয় না আমার সাধনা। (গুরু)
নামে ধর্ম্ম, নামে কর্ম্ম দৃঢ় করি বিশ্বাস,
অধম স্বর্ণের হৃদয়-বাসে হবে কি উপাসনা॥

( ২৩ )

রাগিণী—আলেয়া। তাল - বড়্‌ল খয়রা।

কেন মন গুরু ভজনা ত্যজিয়ে বিষয় বাসনা,
ক'রে যতন পাও জ্বালাতন না করিয়ে উপাসনা।
জাননাকি অনিত্য এ বিভব-ধন, দারা-সুত-কন্যা যত সব,
(মন) জানিয়ে কেন জাননা, কেহ নহে আপন।
গুরু পরম-ব্রহ্ম জগতের সার, জীবের-জীবন সর্ব্ব গুণাধার,
যে করে হৃদয়ে সাধনা, তা'র শমন-ভয় আর থাকেনা।
স্বর্ণ বলে—না বুঝিয়ে স্বার্থ, চিন্তা কেন মন শুধু অনর্থ,
হয়না পরমার্থ, দিন গেল ব্যর্থ, শেষের কি উপায় বলনা॥

( ২৪ )

ঝিঁঝিট্—ঠুংরি।

গুরু নাম কেন ভাবনা, ওরে পামর মন আমার,
(কেন ভাবনা) বিষয় ভাবনা বিষে পাও যাতনা।
মিছে সুখে হ'য়ে মত্ত, না কর মন গুরু তত্ত্ব,
হারাইলে পরম তত্ত্ব, কি উপায় বলনা।
ধন, ঐশ্বর্য্য আছে যত, সব হবে অবগত—
অন্তকালে কিছু তোমার সঙ্গে যাবেনা।

দারা, পুত্র, বন্ধুজন, যাদের বলিছ আপন,
যখন আসিবে শমন তারা রাখ্‌তে পারবে না;
(তোমায়) রাখতে পারবে না!
মিনতি করিছে স্বর্ণ—হও মন সচেতন,
সময় থাকিতে কেন গুরু ভজনা।
ত্রিভূবন-ভয়হারী ভব-পারের কাণ্ডারী,
ভজিলে তায় ভক্তি করি, শমন নিতে পারবেনা॥

( ২৫ )

ভাব মন ব'সে শ্রীগুরু-চরণ, অন্তিমের পরমধন,
চিন্‌লেনা মন গুরু, জান্‌লেনা মন কেমন,
গুরু ব্রহ্মময় জীবের জীবন॥
গুরু পরম ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডাধিকারী,
যে হ'য়েছে সেই প্রেমের অধিকারী,
সোক ভয় করে ভবসিন্ধু পারে,
অনায়াসে হয় তারি শমন দমন।
স্বর্ণ বলে মন হ'লেনা বাধ্য,
সাধন ভজন সকল হ'লো অসাধ্য।
সদা পাপে লীন, এই মূঢ় মন,
যদি নিজ মনে গুরু-চরণে দেন স্থান॥

—*—

( ২৬ )

রাগিণী—পূরবী।

বিরলে বসিয়া মন, ভজ গুরুর শ্রীচরণ,
ভব-কর্ণধার যিনি পাপ-সন্তাপ হরণ।
শ্রীগুরু পরমধন, চিনলেনা অবোধ মন,
হৃদয়ে কর জপ, সেই ব্রহ্ম সনাতন।
মিছে মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, অনিত্যে নিত্য ভাবিয়া,
থেক না ভবে ভুলিয়ে, ভাব নিত্য নিরঞ্জন।
সময় অমূল্য রতন, বিফলে করিছ হরণ,
ভাবনা মন কর্‌বে যখন, শমন এসে কেশাকর্ষণ ;
কে তখন করিবে রে মন, শমন হ'তে পরিত্রাণ,
এই বেলা নাও গুরু নাম, দিন যাবে রবে না কখন
মিনতি করিছে স্বর্ণ, মন ! সংসারে রেখনা মনন,
আপন কার্য্য কর, সাধন মুক্তি পথের ধর সোপান ॥

——*——

( ২৭ )

রাগিণী—খাস ভৈরবী।

একবার কেনরে মন গুরুপদ করনা ভজন,
গুরু অভয় দিয়ে করবে তব বিপদ বারণ।
ভাবনা মন শ্রীপদ পাইবে সুখ সম্পদ,
গুরু অন্তে দিয়ে মোক্ষপদ করিবে তারণ।

কেন মন তুই বিফলে, র'লে সদা বিষয় ভুলে,
বৃথা কাজে দিন কাটালে হয়না সাধনা।
স্বর্ণ বলে মন বিভোলা, ভুলিস কেবল কাজের বেলা,
অনিত্য বিষয়ের বেলা, ভুল হয়না কথন॥

—*—

( ২৮ )

সুর—ভাটিয়াল।

একবার তুই ভাবিস্না মন তোর যেতে হবে শমন-সদন,
তরবি যদি শমনের ভয়ে, গুরুপদে লওরে আশ্রয়।
ভকতি ভরে করনা মন, শ্রীগুরু নাম স্মরণ॥
যাদেরে বল বন্ধুজন জীবনাবধি আপন,
নয়ন মুদিলে পরে কেউ তোমায় ছোঁবেনা তথন:
যত কিছু টাকা কড়ি থাক্‌বে সব সিন্দুকে পড়ি,
মন তোর গায়ের ভূষণ নিবে হরি, সাজাবে দণ্ডী বেশ তথন।
ভবের মায়া কুহক-জালে, মন আমার থেকনা ভুলে,
বাকি তোর দিন-দুই-চারি আছেরে মন, ভজনা শ্রীগুরুর চরণ

—*—

( ২৯ )

সুর—ভাটিয়াল।

শেষের উপায় কি করিলি একবার মন ভেবে দেখনা,
না ভাবিয়ে গুরুপদ, ভাবিছে বিষয়-সম্পদ—
পদে পদে হয় বিপদ, (সম্পদে) ফল পাবিরে ষোল আনা।

পুত্র, কন্যা, বন্ধুজন তারাই বিপদের কারণ,
(যেমন) বিষ-বৃক্ষের ফল দান, বীজ বিনে তার ফল ফলে না,
ধান্দা-বাজীর টাকা কড়ি, সে সকলও সুখের বৈরী,
(সদা) মনাগুণে মারে পুড়ি, মরিলে আগুন নিভেনা।
ছেড়ে দিয়ে বিষয় সম্পদ, ধরনা মন শ্রীগুরু-পদ,
ঘুচে যাবে সকল আপদ ( মনরে তোর )
পুড়বে রে স্বর্ণের বাসনা ॥

( ৩০ )

সুর—লক্ষ্ণৌ ঠুংরী।

মন কেন ভাব অসার ভাবনা,
এ সংসার মিছে, কিছু সার হবেনা,
তুমি কোথা ছিলে, কোথা হ'তে এলে,
যা' ব'লে এলে, তা'র কিছু করনা
পেয়ে দারা-সুত, আছ সুখে রত,
তব সাথের সাথী তারা কেউ হবেনা
মায়া-পাশ দিয়ে কসিয়ে বান্ধিয়ে,
কেন পাইতেছ এ ঘোর যাতনা,
অনিত্য বিষয়ে ভ্রান্তি ত্যজিয়ে,
কেন করনা মন গুরু উপাসনা।
গুরুপদ সম্পদ কর, যাবে বিপদ, (মন)
চরম সময়ে শমন ভয় হবেনা॥

( ৩১ )

রাগিণী—বেহাগ।

শোনরে অবোধ মন বারেক না ভাব কখন,
তুমি কার কে তোমার কার জন্য হও জ্বালাতন।
সুতা-সুত বন্ধুজন, কেহ কভু হয় না আপন,
নয়ন মুদিলে পরে চিতানলে করবে দহন।
ভূলে আছ কেন মন, মিছে মায়ায় অনুক্ষণ,
সাথের সাথী কেও হবেনা, বিনে শ্রীগুরু-চরণ।
ভবের মায়া—ভ্রম-ছায়া, ছায়াবাজী খেলার মতন,
কয়েকদিন দেখাইয়ে হ'য়ে যায় খেলা সমাপন।
জলবিম্ব জলপ্রায় সব হবে জলেতে লয়,
এবার সে মায়া ত্যজিয়ে লও গুরু-পদে স্মরণ॥

( ৩২ )

রাগিণী—ভৈরবী। (খাস)

গুরু-পদে মন আমার হওরে মগন,
অবশ্য হইবে তব বাসনা পূরণ।
অনিত্য মায়াতে ভূলে, নিত্য গেল বিফলে,
যতন না করিলে কভু মিলেনা রতন।
চিনলেনারে মন আমার ভব-পারের কর্ণধার,
কেমনে হইবে পার ঠেকিবে যখন॥

[ ষোল ]

সে অমূল্য নিত্য-নিধি ভাবিলে মন নিরবধি,
মোহ, পাপ, ভব-ব্যাধি, হবে নিবারণ ॥
সদা হয়ে এক মন ভজ সেই শ্রীচরণ,
হইয়ে ভব-কাণ্ডারী করিবে তারণ ॥

—— * ——

( ৩৩ )

"নারীর মন সরল যেমন পুরুষ যদি তেমন হত," ঐ গানের সুর।

শ্রীগুরুদেব পরমব্রহ্ম ঐ পদে মন কর রে সার,
সত্যমেব গুরুপদ, ঐ পদ বিনে কি আছে আর ॥
বিষয়, পুত্র, বন্ধুজন, অনিত্য মায়ারি কারণ,
মিছে হয়ে জ্বালাতন, সহিতে নার অনিবার ॥
মন কেন পাগলের মত আছরে বিষয়ে মত্ত,
হারাইয়ে পরম তত্ত্ব, কেমনে হবে ভবে পার ॥
কাঁচ পেয়ে ভুলে র'লে, ভ্রমেতে মাণিক হারালে,
জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিয়ে খুঁজিয়ে দেখনা একবার ॥

—— * ——

( ৩৪ )

"যার বরণ কাল স্বভাব কুটিল, অন্তরে কি কাল তার" ঐ গানের সুর।

যে রাখে হৃদয়ে সদা গুরু পরম ব্রহ্মময়,
সফল জনম হয় তার অন্তর শান্তির আলয়।
ত্যজিয়ে বিষয় ভবে যে আছে সেই ভাবের ভাবে,
(ভবে) ফিরে জনম আর না হবে, পদে পাইবে আশ্রয় ॥

[ সতের ]

মনরে বুঝাইতে নারি, চায় কেবল টাকাকড়ি, (গুরু)
এই দুঃখেতে ভেবে মরি শেষে গতির-গতি কিবে হয় ॥
অধমা স্বর্ণের এই বাসনা, সদা নাম জপে রসনা,
অন্তিমে যেন ভুলিনা, চরণে মন মতি রয় ॥

——*——

( ৩৫ )

"প্রেম করে দিনের তরে সুখি হলেম না," ঐ গানের সুর।

ভবে এসে দিনের তরে গুরু ভজলেম না,
(দিন গেল) সাধন হ'ল নারে মন ভজন হলনা ॥
কেমনে হয় ও পদে ভকতি, পেলেম না মন সেই যুক্তি,
এ ভব বন্ধন মুক্তি করতে সাধনা ॥
শ্রীগুরু-পদ-কমল, লভিতে যে হয় ব্যাকুল,
সে ত এই ভবাকুল ভয় করেনা। (পার হ'তে)
স্বর্ণ অতি ভক্তিহীনা জ্ঞানমতি বিহীনা,
কেমনে যাইবেরে মন শমন-যাতনা ॥ (অন্তে)

——*——

( ৩৬ )

"দেরে দেরে বাছা আমায় খেতে দেরে," ঐ গানের সুর।

গুরুনাম পরমব্রহ্ম জপিতে মন চায়না,
জপিতে মন চায়না, ভজিতে মন চায়না ॥
হইয়ে মানসালস, নামেতে আছে বিরষ,
যে নামে কলুষনাশ বিরত মন রসনা ॥ (নামে)

ভাবি মনকে কর্‌ব বশ, ত্যাগিয়ে সংসার আশ,
ছিঁড়তে নারি কর্ম্মপাশ, হয়না আমার সাধনা।
নামৈ ধর্ম্ম, নামৈ কর্ম্ম, দৃঢ় করি বিশ্বাস,
অধমা স্বর্ণের হৃদয়-বাসে, হবে কি উপাসনা॥ (গুরু)

( ৩৭ )

রাগিণী—আলেয়া, তাল—বরণ খয়রা।

কেন মন গুরু ভজনা ত্যজিয়ে বিষয় বাসনা,
করে যতন পাও জ্বালাতন; না করিয়ে উপাসনা॥
জান নাকি অনিত্য এ বিভব, ধন-দারা-পুত্র-কন্যা যত সব,
(মন) জানিয়ে কেন জাননা কেহ নহে আপনা॥
গুরু পরমব্রহ্ম জগতের সার, জীবের-জীবন সর্ব্ব-গুণাধার,
যে করে হৃদয়ে সাধনা, তাহার শমন ভয় আর থাকে না॥
স্বর্ণ বলে মন না বুঝিয়ে সার্থ, চিন্ত কেন শুধু অনর্থ,
হয়না পরমার্থ দিন গেল ব্যর্থ শেষের কি উপায় বলনা॥

—o—

( ৩৮ )

"যার বরণ কাল স্বভাব কুটিল," ঐ সুর।

কেমনে লভিবরে মন গুরুপদ পরমধন।
যে ধন পাইলে তুচ্ছ হয় এই ত্রিভুবন॥
আজি অজ্ঞান আঁধারে, তাকি-তুকি ক'রে ফিরে,
জ্ঞানালোকে যেতে পাইনা তার কি করি সন্ধান॥

পাপে দেহ হ'লে ভারি, আর না সহিতে পারি,
বিষয় জ্বালাতন এবে, যায় যায় করে জীবন ॥
বলিয়ে মন বিনয় করে, যে পদ স্মরে ভবে তরে,
রসে সে পদ হৃদে যতন করে রাখ্‌লে হবে শমন-দমন।

———*———

( ৩৯ )

রাগিণী - খাস ভৈরবী।

কেনরে মন আছ সদা বিষয়ে ভুলিয়ে,
অশান্তি ভ্রান্তি আঁধারে যেতেছ পথ ফেলিয়ে।
জ্ঞানালোকে আঁধার হর, কুপথ ছেড়ে সুপথ ধর,
অনায়াসে যেতে পার সদানন্দে চলিয়ে।
দিন থাকিতে হও শান্ত, ধর পথ ছাড় ভ্রান্ত,
এখন মন হও ক্ষান্ত, দিন এলো ফুরায়ে।
সহস্রারে আছেন গুরু, বাঞ্ছাপূর্ণ কল্পতরু,
অন্তে শমন-ভয়হারি, দিবেন ভবে তরিয়ে ॥

———*———

( ৪০ )

রাগিণী —ভাল ভৈরবী।

আমার মন কেনরে ভেবে পাগল অলীক ভাবনায়,
এ ভাবনা সারা হবেনা, কেবল মাত্র লাঞ্ছনা।
ভাই, বন্ধু, সুতা-সুত, সবে আত্ম সুখে রত,
মন তুমি কর আমার ২, তোমায় আমার বলেনা ॥

বিষয়ে ভ্রান্ত হয়ে মন, সদা কর আপন ২,
কুচিন্তা দহিছে দহন, পাইতেছ যাতনা।
ত্যাগিয়ে বিষয় ভাবনা, মন সারকর গুরু উপাসনা,
চিদানন্দ পাবেরে মন, নিরানন্দ রবেনা॥

( ৪১ )

"আমি যাইবে সেই আনন্দ-কাননে সংসারের লোকে যারে শশ্মান বলে ঊর্দ্ধ পায় মনে"

ঐ সুর।

আমার মন হলনা কথার বাধ্য,
হলনারে সাধান ভজন, সকলি হল অসাধ্য।
অনিত্য এ মিছে সংসার, ধোঁকাবাজি মাত্র সার,
একবার আসা একবার যাওয়া, যার যার কর্ম্মানুসারে,
সাথের সাথী কেউ হবেনা, পুত্র, বন্ধুজন, পরিবার,
তবে কেন ভুলিয়াছ, মিছে মায়ায় হ'য়ে আবদ্ধ।
এ ভবের ভাব বুঝতে নারে, লীলা অতি চমৎকার ;
এ ভাব বুঝিতে পারে, প্রেমিক বিনে সাধ্য কার,
যে আছে সে ভাবে মজে, ব্রহ্ম-সনাতন ভজে,
সেই সে পরমানন্দ চিদানন্দ চিতে বিরাজে,
পান করে সে প্রেমসুধা যদি তার পায় ক্ষুধা,
এমন পরমব্রহ্ম ভুলনা মন সে আরাধ্য॥

———*———

( ৪২ )

সদা বাসনা ভাবিয়ে রে মন আছরে পাগলের মত,
কোন ফল হয়না বিফলে যায়, তবু মন না হও বিরত
তাই বলি মন দিন থাকিতে হওরে বিষয়ে ক্ষান্ত,
রিপুগণ বশে সদা ফিরিছ হয়ে প্রমত্ত।
তারা যা করায় তাই কর মন হইয়াছ জ্ঞান হত,
অনিত্যতা পরিহরি, চিদানন্দ পদ স্মরি,
পাইবে পরমানন্দ ঐ নামে অবিরত।

( ৪৩ )

মন্ পাখি কেন ভুলে আছ অনিত্য বিষয় বলে,
জেনে কি মন জাননারে তাই হবে কি ফল বিষ ফল পানে।
সদা বল আমার আমার, পুত্র-কন্যা জন পরিবার,
সঙ্গে কে যাবেরে তোমার, ধর্‌বে যখন ব্যাধ-শমনে।
শোন সাধের পাখী আমার, গুরু নাম মনে কর সার,
অনায়াসে হবে ভবে পার, গুরু স্থান দিবেন শ্রীচরণে॥

( ৪৪ )

রাগিণী—খাস ভৈরবী।

তোমার এ ভবের দিন আছে কয় দিন ভেবে দেখ মন।
সদা আছ বিষয়ে ভুলে দিন গননা কখন॥

করিয়ে মন স্থির-মতি ভাব চরমের গতি,

হতে হবে অধোগতি মনরে কি হবে তখন ॥

দিন কাটালে হেলায়, কি হবে মন শেষের বেলায়,

ঠেকিতে হবেরে মন তোর, যখন ধরিবে শমন।

নানা আছে বন্ধুজন, সবে ক্ষমতা বিহীন,

নারিবে কৃতান্ত ভয়, তারা করিতে বারণ ॥

স্বর্ণ বলে ওরে মন, দিন থাকিতে হও চেতন,

ত্যাগিবে অনিত্য-চিন্তা ভাব গুরু নিত্য-নিরঞ্জন ॥

( ২৯ )

বাউল সুর।

মন তুমি ব'সে আছ কি ভাবিয়ে দিনতো এল ফুরায়ে।

সুখে খাচ্ছ-দাচ্ছ-ঘুমাচ্ছ, আর দিন কাটাচ্ছ বেড়াইয়ে,

ভবে এলে কেন, কি করিলে, জবাব দিতে হবে যেয়ে।

জবাবে করবে জেরা, কি করিবে, পড়তে হবে নিরুপায়,

জবাবে হিসাব জোদা, মুসাবিদা, করে রাখ, এ সময়ে ॥

যখন নিতে আসবে শমন, বেটা বড় টেটা, এক গুঁয়ে,

সে ত ছাড়বে না, মানবে না, কথায় হটবে না অন্য দোহাইয়ে

কর হিসাব খোকা, নিকাশ পাকা, নামের নথি বান্ধিয়ে,

ঐ নজিরে, যম পালাবে, তরবি রে মন শমন দায়ে ॥

---

( ত্রিশ )

( ২৬ )

বাউল সুর।

মন্ বাঁশিরে সাধুর বাজারে ঐ সুর।

মন ভবে এসে কি কাজ করিলে, (ভোলামন)
আসবার সময় যা বলে এলে, এসে সেসব ভুলেগেলে।
(মন) সার হল আসা যাওয়া, হলনা পরমার্থ পাওয়া,
মানব দুর্লভ জনম গেল বিফলে,
মায়াজালে বদ্ধ হয়ে, আমার করে দিন কাটালে ॥
ভবের হাট ভেঙ্গে এল, দিন তো ফুরায়ে গেল,
কি হবে উপায় বল, রবীসুত এলে,
স্বর্ণ বলে এসময়ে ত্রাণ পাবে গুরু ভজিলে ॥

( ২৭ )

মন্ ভকতি মনে ভজ গুরু ব্রহ্ম-সনাতন,
ধ্যান করিলে হৃদিপদ্মে পাবে দরশন।
হৃদয় দ্বাদশ পদ্মাসনে, বসে আছেন হাস্য-বদনে,
নিরমল নির্ব্বিকার শ্বেত বরণ।
গলে মুকুতার মালা, ভালে শোভে চন্দ্রকলা,
চিণ্ময় চিদানন্দ পরমাত্মন।
ব্রহ্মা, শিব সেই গোবিন্দ, তিনে এক ভেবে হও আনন্দ,
ভকতি মূলে মন-প্রাণ কর সমর্পন ॥

—*—

( ২৮ )

গুরু কি ধন, চিন্‌লে না মন, গুরু জীবের পরমাত্ম-ধন,
গুরু ব্রহ্ম, গুরু ধর্ম্ম, গুরু হয় ব্রহ্ম-সনাতন,
গুরু বিনে নাই বন্ধু—এ তিন ভুবন।
গু-কারে মোহ-অন্ধকার, রু-কারে হরে আঁধার,
তাই সবে গুরু বলে, কহে সর্ব্বজন।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিন রূপে এক কর,
ভজনের সদুপায় অভেদ জ্ঞান।

( ২৯ )

আমি চিনলেম না, গুরু কেমন ব্রহ্ম-সনাতন,
বিষয় ভুলে রলেম ভুলে, পেলেম না সন্ধান।
বসে আছেন হৃদি-দ্বাদশদলে, শক্তিসহ কুতুহলে,
সুধু কল্পনার অধীন।
তব অধম সন্তানে রেখেছ আঁধারে মোহ-বন্ধনে,
হেরিতে পারিনা তোমায়, থাকিতে নয়ন॥
তুমি সাকারে হও তিনরূপ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কারণ,
স্বর্ণের জীবন হয়ে এল শেষ, কি হবে এখন।
অন্তঃকালে কর দয়া নাম থাকে স্মরণ॥

( ৮০ )

গুরুদেব পরমাত্মাধন সর্ব্বজীবে বিরাজমান;
আছ সর্ব্ব চরাচরে অখণ্ড মণ্ডলাকারে,
তাই তোমায় বলে সবে বিশ্বরূপ নাম।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিনরূপে হও সাকার,
যুগে ২ অবতার সৃষ্টি-স্থিতি বিনাসন।
এভাবে যে জানতে পারে, সে ত ভাবেনা ভব-পারে,
(সেত) --জন্মেনা বারে ২ হয় ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ।
তব দয়া বিনা আর জানতে পারে সাধ্য কার,
লীলাময়ের লীলা অপার, যারে হন দয়াবান।
স্বর্ণ অতি ভকতি-হীনা ভজন-পূজন বিহীনা,
অন্তেঃ কি পাইবে তাঁর কৃপা-কণা দান।

-o----

( ৮১ )

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল ঠুংরি।

গুরু নাম কেন ভাবনা, ওরে পামর মন আমার, (কেন ভাবনা)
বিষয় ভাবনা বিষে পাও যাতনা।
মিছে সুখে হয়ে মত্ত, না কর মন গুরু তত্ত্ব,
হারাইলে পরম তত্ত্ব, কি উপায় বলনা।
ধনৈশ্বর্য্য আছে যত সব হবে অপগত,
অন্তঃকালে কিছু তোমার সঙ্গে যাবেনা।
দারা, পুত্র, বন্ধুজন, যাদের বলিছ আপন,
যখনে আসিবে শমন, তারা রাখতে পারবেনা।

[ ছাব্বিশ ]

(তোমায়) মিনতি করিছে স্বর্ণ, হও মন সচেতন,
সময় থাকিতে কেন গুরু ভজনা
ত্রি-ভুবন ভয়হারী ভব-পারের কাণ্ডারী,
ভজলে তায় ভক্তিকরি, শমন নিতে পারবেনা।

## শিব বর্ণনা।

( ৩২ )

জয় জয় বিশ্বনাথ শঙ্কর ত্রিপুরারী,
এ অধমা তব পদে প্রণতি করি।
কটীতটে পরা বাঘের ছাল,
ভালে চন্দ্র শোভিছে—ভাল,
মস্তকে জটা হ'য়ে বিজড়িত,
ভুজঙ্গ ভূষণ ধারী।
বামেতে শোভিত অন্নপূর্ণা-মাতঃ,
যুগল রূপেতে ভুবন মোহিত,
হেরিয়ে জড়ায় জীবন তাপিত,
আহা কিবা মনোহারী।
তব তনয়া স্বর্ণে ভকতি বিহীনে,
মন থাকে যেন যুগল চরণে,
নিজগুণে দয়া কর দীন-হীনে,
ওহে ভব-ভয় হারি॥

——*——

( ৫৩ )

রাগিণী– বসন্ত। ঠাট—কাওয়ালী।

দেব ডিগম্বর, সম্ভু সদানন্দ, ভকৃতিছে ভজনায় হয় পরমানন্দ
মুখ্‌মে বম্‌ বম্‌ হর হর, মন্‌মে কলুস ভার্‌
জগতমে জানা মন মলিনা করমকা দোষ তার
দীল্‌ খোলাশা, গুরু ভরসা, এইছে করম যার,
ছুনিয়ামে সুখ, আখেরে মোক্ষ, আলবাত মিলেগা তার।
মন্‌ পাগেলা বহুত চঞ্চলা ঠিক্‌মে রহে ছন্দ,
এইছে সাধনা, নেই মিলেগা, কভু না আনন্দ॥

( ৫৪ )

রাগিণী—বসন্ত। তাল—পোস্ত।

কৈ হেমা উমাপতি, কৈলাস বিহারী,
এ অধমা তব পদে প্রণতি করি।
হওহে সন্তোষ, ওহে আশুতোষ,
আমি হই যেন পরিতোষ, তব নাম স্মরী।
ভব-ভয় হর, হর মহেশ্বর,
ভবে তার তারকেশ্বর মিনতি আমারি।
শঙ্কর সংহার, কারণ তারণ,
তুমি শমন-দমন, ওহে ত্রিপুরারী॥

———*———

( ৩৫ )

তাল — সুরট-মল্লার।

ত্রিশূলধারী কৈলাস বিহারী,
বাগাম্বর পরি বৃষ-বাহন কারী।
ভূতলে উদিত কিবা সুললিত,
উজ্জ্বল করিছে রূপ-মাধুরী।
পদ্ম-পলাশ ত্রিনেত্র শোভিত
শশধর ভালে করে বিরাজিত,
আজানুলম্বিত বাহু সুগঠিত,
ভুজঙ্গ নিন্দিত জানু যাহারি।
ভস্ম বিভূষিত ভুজঙ্গ ভূষিত,
জটা বিজড়িত অতি সুশোভিত
আহা মার মরি কিবা মনোহারি,
মা! সুরধ্বনি শোভে মস্তকোপরি॥

( ৩৬ )

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—একতালা।

জয় শম্ভুনাথ জয় বিরূপাক্ষ,
জয় চন্দ্রনাথ ভবানী শঙ্করী।
এই নামে খ্যাত হয়ে বিশ্বনাথ,
অচলে, অচল পাপী উদ্ধার,
কি বর্ণিব শোভা সে চন্দ্রশেখর,
হেরিয়ে জুড়ায় নয়ন চকোর,

পতিত-পাবনী মাতা মন্দাকিনী,
শতধারে দেয় নির্ম্মল বারী।
উনকোটী রূপ করিয়ে ধারণ,
গভীর গহ্বরে হয়ে প্রকাশন,
যাইতে ভীষণ পর্ব্বত আরোহণ,
হেরে ভয় হরে ভয় হারী॥
কিমাশ্চর্য্য দৃশ্য জলেতে অনল.
অতল পরশ বাড়বানল,
অবগাহন ক'রে জনম সফল,
পাপ দূরে যায়· তাপ হরি।
অদ্ভুত আবেগ জ্যোতির্ম্ময়ী জ্যোতি,
প্রস্তরে অনল জ্বলে দিবা-রাতি,
কি সাধ্য বুঝিবে প্রকৃতির রীতি,
পরম পুরুষ লীলা তাহারি।
মন্মথনাথ গয়া কাষ্যস্থান,
জাগে ভূমণ্ডলে বেদের আখ্যান,
পিতৃ-পুরুষের পিণ্ড করে দান,
উদ্ধার করিতে ভরসা করি।
কোটী প্রণতি দেবেশ চরণে,
সু-কাতরে ভিক্ষা যাচে দীনা-স্বর্ণে,
অন্তে আশুতোষ হইয়ে সন্তোষ,
স্থান দিও পদে ত্রিপুরারী॥

( ৫৭ )

রাগিণী—পূরবী।

বিরলে বসিয়ে মন ভজ গুরুর শ্রীচরণ॥
ভব কর্ণধার যিনি পাপ-সন্তাপ হরণ।
শ্রীগুরু পরমধন চিনলেনা অবোধ মন,
হৃদয়ে কর যতন সেই ব্রহ্ম-সনাতন।
মিছে মায়ায় মুগ্ধ হয়ে অনিত্যে নিত্য ভাবিয়ে,
থেকনা ভবে ভুলিয়ে ভাব নিত্য-নিরঞ্জন॥
সময় অমূল্য রতন, বিফলে করিছ হরণ,
ভাবনা মন করবে যখন শমন এসে কেশাকর্ষণ।
কে তখন করিবে মন শমন হ'তে পরিত্রাণ,
এই বেলা নেও গুরু নাম দিন যাবে রবেনা কখন।
মিনতি করিছে স্বর্ণ ( মন ) সংসারে থেকনা মগন,
এই বেলা নেও গুরু নাম মুক্তি পথের ধর সোপান।

( ৫৮ )

রাগিণী—খাস ভৈরবী।

একবার কেনরে মন গুরুপদ করনা ভজন।

ভাবনা মন শ্রীপদ পাইবে সুখ সম্পদ,
অন্তে দিয়ে মোক্ষপদ করিবে তারণ।

কেন মন তুই বিফলে　　র'লে সদা বিষয়ে ভুলে,
বৃথাকাজে দিন কাটালে　　হ'লনা সাধন ॥
স্বর্ণ বলে মন বিভোলা　　ভুলিস কেবল কাজের বেলা,
অনিত্য বিষয়ের বেলা　　ভুল হয়না কখন ॥

( ৩৯ )

## শিব-গঙ্গা বর্ণনা।

রাগিণী— খাম্বাজ। তাল—আড় খেমটা।

কি শোভা শিব-গঙ্গা স্থান, হেরে জুড়ায় নয়ন, তাপিতপ্রাণ
প্রস্তরে বাঁধা ঘাট—তা'তে লোকারণ্য হাট্
কেউ কা'রেনা কিছু বলে, বড়ই সুখের ঠাট্
যেয়ে ইচ্ছামতে অভয়েতে অসংখ্য লোক করে স্নান ॥
বিল্বদল, ফুলমালা, যোগায় মালিনী বালা,
যার যা ইচ্ছা লয়েযাও—পুরিয়ে ডালা,
দেও মনসুখে পুষ্পাঞ্জলি শিব-গঙ্গা করে আহ্বান ॥
প্রভুর মহিমা অপার কে বর্ণিতে পারে তার,
কি বর্ণিব জ্ঞান-হীনা স্বর্ণে সু-বিস্তার,
বাবা বৈদ্যনাথের বৈদ্যনাথ শান্তি, সুখ বিরাজমান ॥

( ৬০ )

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—ঠুংরি।

ভবে-এসে দিনের-তরে গুরু ভজলেনা, (দিনগেল)
সাধন হ'লনারে মন, ভজন হ'লনা।
কেমনে হয় ওপদে ভক্তি, পেলেনা মন সেই যুক্তি
এ ভব বন্ধন মুক্তি করতে সাধনা॥
শ্রীগুরু পদ-কমল লভিতে যে হয় ব্যাকুল,
সে'ত আর ভবাকুল ভয় করেনা॥ (পারহতে)
স্বর্ণ অতি ভকতি-হীনা জ্ঞান-মতি বিহীনা,
কেমনে যাইবেরে মন শমন যাতনা। (অন্তে)

—*—

( ৬১ )

রাগিণী—ভৈরবী।

কেনরে ভ্রান্ত মন, বিষয়ে হয়ে মগন,
অনিত্যকে নিত্য ভেবে চিন্তানলে হও দহন।
মন জানিয়ে কেন জাননা, বুঝাইলে বুঝ মাননা,
কি হবে উপায় বলনা মন, তোমায় নিয়ে পাই জ্বালাতন
চিন্ত সে অচিন্ত্যময়ে দুঃখ দূরে যাবে ভয়ে,
লভিবে পরমানন্দ অন্তে হবে শমন-দমন॥
স্বর্ণ বলে ওরে মন, এখন হয়ে সচেতন
ভজ সে জগদানন্দ ভবে পাবে পরিত্রাণ॥

—*—

( ৬২ )

## বৈদ্যনাথ বর্ণনা।

রাগিণী—সুরট-মল্লার। তাল—একতালা।

জয় বৈদ্যনাথ, জয় মা দুর্গে, হের আনন্দে নয়ন ভরি।
দেবগণ বেষ্টিত হয়ে ভূতনাথ, যেন মনে লয় এই কৈলাসপুরী।
আছেন সদানন্দ লয়ে ভক্তবৃন্দ মুখে জার হর্ বম্ বম্ জয় মা শঙ্করী।
ফুল, বিল্বদল, মালা, যে যা চায়, মিলে গঙ্গোদক, পূজিতে তাহায়,
লয়ে প্রাণ-ভরে দেও অঞ্জলিপুরে, মন-সুখে শিরে ত্রিপুরারী॥
হরে পাপ-তাপ, হর-মহেশ্বর হইয়ে সন্তোষ ভক্ত যে তাহার,
স্বর্ণ ভকতি-হীনা, ভজন-বিহীনা, নিজগুণে তার কৈলাসবিহারী॥

—*—

( ৬৩ )

রাগিণী—বসন্ত। তাল—পোস্ত।

কৈ হে মা উমাপতি কৈলাসবিহারী, এ অধমা তব পদে প্রণতি করি।
হওহে সন্তোষ ওহে আশুতোষ আমি হই যেন পরিতোষ তব নাম স্মরি।
ভবভয় হর, হর মহেশ্বর, ভবে তার তারকেশ্বর, মিনতি আমারি।
শঙ্কর সংহার কারণ তারণ, শমন-দমন ওহে ত্রিপুরারী॥

( ৬৪ )

## কাশী বর্ণনা।

জয় বিশ্বনাথ, জয় কাশীনাথ, জয় অন্নপূর্ণা মাতঃ, জয় সুরধনী সুবদনে
চারিদিকে দেবগণ বেষ্টিত হয়ে পঞ্চানন,
আছেন সদানন্দ সদা পার্ব্বতী সহ মিলন,

শত শত ভক্তবৃন্দ পূজে ঐ পদারবিন্দ,
হইয়ে পরমানন্দ ভক্তিস্রোতে এক মনে ॥
সুবর্ণ মণ্ডিত মন্দির, স্বর্ণধ্বজা শোভা পায়,
নীচে মার্ব্বেল পাথর, শত শত মুদ্রা তায়,
যাইতে আনন্দবাজার, আনন্দ উথলে সবার,
নিচ্ছে ফুলমালা যা ইচ্ছা যার, অঞ্জলি দিতে ত্রিলোচনে
বামদিকে বিরাজিত গোপাল গোপেশ্বর,
দক্ষিণে শনিশ্চর হেরিয়ে কাঁপে অন্তর,
ধুন্দিরাজ গণপতি দ্বারেতে অষ্ট-প্রহর,
মন্ত্রিবর কালভৈরব আছেন শিব সন্নিধানে ॥
শিব বাক্যে কাশীখণ্ডে কোটী শিবে কাশী,
বরুণা হইতে অসি, এই যে পঞ্চক্রোশী,
যে করে তা প্রদক্ষিণ, পঞ্চম ঘাটেতে স্নান,
শম্ভুনাথের বিধান, অন্তে লয় হবে চরণে।
তেত্রিশ কোটী দেব নিয়ে দেবরাজ বিরাজমান,
কোটী তীর্থ আছে কাশী যারা মনে করে জ্ঞান,
বেণীমাধবের বাড়ী কিবা শোভা আহামরি,
উঠিলে ধ্বজা উপরি জনম সফল কাশী দর্শনে।
বটুক ভৈরব, কেদার, তিলভাণ্ডেশ্বর,
নিত্য পাপ, হরে নিত্য পুষ্পদন্তেশ্বর,
নামেতে মহিমা অপার, ত্রিজগতে আছে প্রচার,
জানতে পারে সাধ্য কার, বেদাগমে নাহি জানে ॥

---

( ৬৫ )

জগন্নাথ, মন্মথ, দুর্গাবাড়ীর কিবা থান,
সাধু মহাজন কত জাহ্নবী তীরে বাসস্থান;
ইন্দ্রপুরি নিন্দিত অট্টালিকা সুনির্ম্মিত,
শান্তি হয় হৃদয়ে কত হেরে তাপিত জীবন
পতিতপাবনী গঙ্গা উত্তর বাহিনী—
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যেন আলিঙ্গিয়ে শূলপাণি,
কি বর্ণিব শোভা তারি, নয়ন জুড়ায় হেরি,
মনে লয় এই কৈলাসপুরী প্রকাশিত ভুবনে
নমস্তে নমঃ শিবে নমস্তে বিশ্বেশ্বর,
পাপ হর, তাপ হর, হর মহেশ্বর,
স্বর্ণ অতি পাপাচারী নিজগুণে দয়া করি,
অভয় দিয়ে ত্রিপুরারী স্থান দিও চরণে ॥

রাগিণী —বসন্ত। তেস - কাওয়ালী।

দেব-দিগম্বর, শম্ভু-সদানন্দ, ভক্তিছে ভজনায় হ'য় পরমানন্দ
মুখমে বম্ বম্ হর হর, মনমে কলুষ ভার,
জগতমে জানা, মনমলিনা, করমকা দোষ তার,
দীল খোলাসা, গুরু ভরসা, এইছে করম যার,
দুনিয়ামে সুখ আখের মোক্ষ, আলবাত মিলেগা তার।
মন পাগেলা বহুত চঞ্চলা, ঠিক্‌মে রহে দন্দ,
এইছে সাধনা নেই মিলেগা, কভুনা আনন্দ।

——*——

( ৬৭ )

আমি আছি গো তারিণী ঋণী তব পায়, ঐ গানের সুর।

এই মানব-জনম বৃথা গেল, আসা যাওয়া সার হল,
আমার হলনা ভজন-সাধনা পুরিলনা বাসনা,
মনের দুঃখ মনেতে রহিল।
যখন ধরিবে কৃতান্ত এসে সজোরে হয়ে নিদারুণ,
কি করিবে পুত্র, কন্যা, বন্ধুগণ থেকে পাশে,
নারিবে শমন ভয় নাশে, তাই বলি শোন ওরে মন,
কি কর বসিয়ে এখন, যদি চাও সেই শমন-দমন
গুরুপদ কর মনন॥

( ৬৮ )

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল পোস্তু।

মন কেনরে গুরুদত্ত বীজ যতন করে' রাখনা,
হৃদি-ক্ষেত্রে বপন করলে সুফল বই আর পাবেনা
ছয় বলদে হাল জুড়িয়ে সুচাষ কেন করনা,
আত্মচাষা উত্তমক্ষেত্রে লাভ হবে ষোল আনা॥
দুর্গানাম নিয়ে কেন খুঁটে বেড়া দেওনা।
নামের ভয়ে যম পালাবে ভক্ষণ করতে পারবেনা।
স্বর্ণ বলে এই ফসলে ক্ষেত পাথাল যাবেনা,
অন্নকষ্ট দূর হবে তোর, অন্ন যোগাবে অন্নপূর্ণা॥

———o———

( ৬৯ )

আঁধারে পড়িয়ে প্রভু না হেরে ডাকি তোমায়,
দেখা তো দিলেনা, এবার অধমা বলে আমায়।
হরি-হর এক প্রাণ, না হয় যেন অভেদ জ্ঞান,
পরমাত্মারূপে অধিষ্ঠান হৃদয়ে আছ সদাই।
গু-কারে হয় মায়া প্রকাশ, রু-কারে বিনাশক তার,
তাই গুরু ব'লে সবে জগতে ডাকে তোমায়॥
ধ্যান করিয়ে হৃদিমাঝে স্বরূপে দেখা দাও আমায়,
আঁধার হ'রে জ্যোতি যেন নয়নে হেরি তোমায়॥

( ৭০ )

## রামেশ্বরধাম দর্শন বর্ণনা।

রামেশ্বর, রামেশ্বরী, আহা কিবা শোভা তার,
বিরাজিত জম্বুদ্বীপে অধমে তরাইবার।
প্রধান চারিধাম রামেশ্বর এক নাম,
অন্তে যায় মোক্ষধাম দরশনে একবার।
অপূর্ব্ব পুরির সৃজন, বিশ্বকর্ম্মা করেছেন স্বয়ং,
মর্ত্তলোকে কৈলাস ভবন, জ্ঞান হয় হেন রূপ কার
শত শত ভক্তবৃন্দ ভস্ম চন্দনে মাথা অঙ্গ,
মুখে বম্ বম্ হর হর বলিতেছে অনিবার॥

পয়োধির মধ্যস্থানে রাম সেতু করেছেন নির্ম্মাণ,
সেতুর দক্ষিণে তরঙ্গ কল্লোল বামে নিরব অনিবার।
এমন মহিমা হেরে জনম সফল করে,
গাও মন রামেশ্বর বদনভরে, স্বর্ণের জীবনে নাহয় পাপ ভার।

——*——

( ৭১ )

## চিতাম্বরমের হীরকের শিব দর্শনে বর্ণনা।

চিতাম্বরম্ চিদানন্দম্ আঁধারে আলোকা কোয়া।
হীরক মানিক মরতীঝলকে, জ্যোতি বিরাজে হরদম্,
জ্ঞানস্বরূপহর ক্রীয়াশক্তিধর, (ক্যায়ছা)
পরমাত্মা পরমেশ্বর, দেখকে বহুৎ আনন্দ ভাইয়া।
এইছে পরমাত্মম্ মনুয়া করহ মগম্,
মোক্ষ সাধনম্ আনন্দাং মিলেগা,
কচ নেই করেগা দুনিয়া, (আনেোব)

——o——

( ৭২ )

বম্ বম্ হর হর মহেশ্বর, ভবভয় হর ওহে পরাৎপর,
ভব-ভূতেশ্বর, শিব-শঙ্কর, সতীপতি পদে নমি করজোড়ে।
সর্ব্ব-গুণাধার জানতে সাধ্য কার,
দয়ার সাগর, আশুতোষ নাম ধর,
এ বিপদে রক্ষাকর মহেশ্বর, দীনা-স্বর্ণে ভিক্ষা যাচে গঙ্গাধর॥

——*——

( ৭৩ )

বাউল সুর—জীবনে নাইকো আশা,—ঐ গানের সুর।

একবার তুই ভাবিস্‌নে মন্, তোর যেতে হবে শমন সদন!
তরবি যদি শমনের ভয়, গুরুপদে লওরে আশ্রয়,
ভকতি ভরে করনা মন, শ্রীগুরু নাম স্মরণ॥
যাদের বল বন্ধুজন, জীবনাবধি আপন,
নয়ন মুদিলে পরে কেউ তোমায় ছোবেনা তখন।
যতকিছু টাকা-কড়ি থাক্‌বে সব সিন্দুকে পরি,
মন তোর গায়ের ভূষণ নিবে হরি, সাজাবে দণ্ডিবেশ তখন।
ভবের মায়া কুহকজালে, মন আমার থেকনা ভুলে,
দিন-দুই-চারি আছরে মন, ভাবনা শ্রীগুরুর চরণ॥

( ৭৪ )

খাস ভৈরবী।

গুরুপদে মন আমার হওরে মগন,
অবশুই হইবে তব বাসনা পূরণ।
অনিত্য মায়াতে ভুলে দিন ত গেল বিফলে,
যতন না করিলে কভু মিলেনা রতন।
চিনলেনারে মন্ আমার, ভবপারের কর্ণধার,
কেমনে হইবে পার, মন ঠেকিবে যখন॥
সে অমূল্য-নিত্য-নিধি, ভাবিলে মন নিরবধি,
মোহ-পাপ ভব-ব্যাধি হবে নিবারণ।

সদা হয়ে একমন ভজ সেই শ্রীচরণ—
হইবে ভবে কাণ্ডারী করিবে তারণ ॥

( ৭৫ )

বাউলে সুর—বাঁশের দোলাতে উঠে কেহে বটে শ্মশান ঘাটে,—ঐ সুর।

মন তুমি বসে আছ কি ভাবিয়ে দিন তো এলো ফুরায়ে।
সুখে খাচ্ছ-দাচ্ছ, ঘুমাচ্ছ, আর দিন কাটাচ্ছ বেড়াইয়ে,
ভবে এসে কেন কি করিলে, জবাব দিতে হবে যেয়ে।
জবাবে করবে জেরা, কি করিবে, পড়তে হ'বে নিরুপায়ে,
জবাবে হিসাব জোদা, মুসাবিদা, করে রাখ এ সময়ে ॥
কখন নিতে আসে শমন বেটা, বড় ঢেঁটা, একগুয়ে,
সে ত ছাড়বেনা, মানবেনা, কথায় হটবেনা, অন্য দোহাইয়ে।
কর হিসাব সাফা, নিকাশ পাকা, নামের নথি বান্ধিয়ে,
ঐ নজিরে যম পালাবে, তরবিরে মন শমন দায়ে ॥

( ৭৬ )

গুরু ব্রহ্ম-সনাতন, নাম যপ সদা অবোধ মন।
সে বিনে বন্ধু নাই আর, ভেবে দেখ ত্রিভুবন।
পরমাত্মা-পরমেশ্বর, চিদানন্দ-নির্ব্বিকার,
হৃদয়-দ্বাদশদলে শক্তিসহ সম্মিলন।

শ্রীগুরু পরম পিতা জীবে কর্ম্মফল দাতা,
মা শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি-দাতা, করেন জীবে মুক্তিদান।
পার হতে ভবসিন্ধু, গুরু বিনে নাই বন্ধু,
যুগলরূপে নাম য'পে, পাবে অন্তে পরিত্রাণ।

——*——

( ৭৭ )

চললো বেলা গেললো দেখব বাধা শ্যামের বামে, ঐ স্বর।

মন-পাখি কেন ভূলে আছ—অনিত্য বিষয় বনে।
জেনে কি মন জাননারে তাই, হলে কি ফল বিষফল পানে,
সদা বল আমার আমার, পুত্র-কন্যা, জন-পরিবার,
সঙ্গে কে যাবেরে তোমার, ধরবে যখন ব্যাধ-শমনে।
শোন্ সাধের পাখি আমার, গুরুনাম মনে কর সার,
অনায়াসে ভবে হবে পার, গুরু স্থান দিবেন চরণে।

——*——

( ৭৮ )

এ মায়া প্রবঞ্চময় ভব-রঙ্গমঞ্চ মাঝে, ঐ স্বর।

তব এ জগত সংসার, নাটকাভিনয় তোমার,
এ নাটকের বিচিত্র ছিল, অন্ত নাই, অপূর্ব্ব ব্যাপার।
কেহ হাসে কেহ কাঁদে, কেউবা নাচে-গায়,
কোথা হ'তে আসে জীব, কোথা চলে' যায় আবার,
নিত্য নূতন অবয়বে আসিতেছে যাইতেছে,
কোথা হ'তে আসা-যাওয়া কিছু ঠিকানা নাই তার।

[ বেয়াল্লিশ ]

ব্রহ্ম-নাটকের লীলা, অন্ত নাই এত খেলা,
অসীম চিত্র-বিচিত্র, অতি চমৎকার মেলা,
মানবে কি বুঝতে পারে, দেব, ঋষিগণ জানতে নারে,
চন্দ্র, সূর্য্য উদয় হয়ে, দিবা-রাত্রি বিভেদ হয় তার
এই যে অসীম গুণনিধি, ভজনা মন নিরবধি,
অপার ভব-নিরধি, অন্তে হবেন কর্ণধার ॥

( ৭৯ )

ভাব দেখি মন সেদিন কেমন, -ঐ সুর।

ভাবিসনে মন, যে দিন জীবন যাবে,
আর বলবেনা কেউ আপনা।
ঘরের বাহির করে' নিবে দূরে, 'অশুচি বলে' ছোঁবেনা।
শ্মশান-ঘাটে নিয়ে যাবে, পুড়ায়ে ছাই ক'রে ঘরে আসবে,
পুত্র-কন্যা-পরিজন নামটী আর ল'বেনা।
চাবি নিয়ে খুলবে সিন্দুকটী, তাই নিয়ে হ'বে ঝগড়া-ঝাটী,
এই সংসারের পরিপাটী কিছু সঙ্গে যাবেনা।
এ অনিত্য ব্যাপার নিয়ে, কেন মন আছ ভুলিয়ে,
যে হইবে সাথের-সাথী, তারে খুঁজে লওনা।
তারে হৃদে রাখ বেন্ধে, যে তোমার যাবে সঙ্গে,
ইহ-পরকালের বন্ধু সে বিনে আর কেউ না ॥

( ৮০ )

## চন্দ্রের বর্ণনা।

রাগিণী – পুরবী।

| | |
|---|---|
| ওহে নিশানাথ তুমি, | সুধাকর নাম ধর, |
| বিমানে উদিত হয়ে, | জগত আঁধার হর। |
| তোমার করুণা গুণে, | ভূমণ্ডলে জীবগণে, |
| মনসুখে নিশাভাগে, | ভ্রমে ওহে শশধর। |
| পান করিতে তব সুধা, | মনে আশা করে সদা, |
| নিশিতে পরমানন্দে, | ভ্রমে চকোরী চকোর। |
| যে তোমায় সৃজিয়াছে, | ধন্য সেই শিল্পকর, |
| এ অধমাজন স্মার্ণে, | নমে সে পরমেশ্বর। |

( ৮১ )

রাগিণী পুরবী।

| | |
|---|---|
| কি আনন্দ হয় মনে | হেরিয়ে পূর্ণিমাশশী, |
| যাঁর প্রতিভাতে মন হরে | তাপ যায় শান্তি আসি॥ |
| এক চন্দ্র বিমান পরে | উদিত হইলে পরে, |
| জগত উজ্জ্বল করে' | জ্যোতিতে হরে মসি॥ |
| চকোর চকোরী হেসে | আমোদে প্রমোদে ভেসে, |
| ভ্রমিছে বিমান দেশে | পান করিতে সুধারাশি। |

ভূমণ্ডলে জীবগণে বিহরে সুখে নানাস্থানে,
থাকে সুখে আলাপনে মন আনন্দেতে ভাসি ॥
প্রণতি করি চরণে এ অধমাধমা জনে,
কৃতজ্ঞ হইয়ে মনে ওহে অধিপতি নিশি ॥

( ৮২ )

## সূর্য্যদেবের বর্ণনা।

থিয়েটারের সুর।

ওহে দিননাথ কর আশীর্ব্বাদ,
প্রণতি করি তব চরণে।
জ্যোতির্ম্ময় তুমি, প্রকাশিয়ে জ্যোতি,
জনগণে কর হরষিত অতি,
মনসুখে ভ্রমণ করে ইতি-উতি,
জগত হেরিছে প্রফুল্ল নয়নে ॥
তোমায় আরাধিয়ে সবে শান্তি পায়,
রোগ-শোক-দুঃখ সব দূরে যায়,
এ অধমা তাই ডাকিছে তোমায়,
মন-সন্তাপ নাশ কৃপা-দানে ॥
কাতরে স্বর্ণ হ'য়ে জোড় কর,
মিনতি করিছে, ওহে দিনাকর,
দুঃখ-তাপ নাশে দেও এই বর,
তব পাদপদ্ম থাকে হে স্মরণে।

( ৮৩ )

রাগিণী--ভৈরবী।

আমার মন-ভৃঙ্গ, মজ গোবিন্দ চরণ-কমলে।
সু-রষ পীযূস পান কর শতদলে।
গুন্ গুন্ গুন্ করি গাও হরি গুণগান,
গুন্ গুন্ রবে মধুলোভে থেক কুতুহলে॥
হইয়ে মানসালস হারাইওনা পীযূস,
অমৃতে অরুচি হয়ে মন্ যেয়না বিফলে।
স্বর্ণ বলে মন-ভৃঙ্গ ভজিলে শ্রী-ত্রিভঙ্গ,
অনায়াসে পার হবে ভব-জলধি জলে।

( ৮৪ )

## শ্রীহরি বিষয় আরম্ভ।

বিল্বমঙ্গলের সুর।

নব-জলধর, কিবা মনোহর, ত্রিভঙ্গ মোহন-মুরারী,
ঐরূপ হেরিবারে আমি বাঞ্ছাকরি॥
আমার নাই ভকতি বল, ভকত-বৎসল,
অতি অধম পাপাচারী।
যদি নিজগুণে দয়াদানে, দেখা দেওহে নামের গুণ বিতরি,
দীনবন্ধু নামের গুণ বিতরি॥ (দয়াল হরি)

অহে অধম-তারণ, পতিত-পাবন, বিপদ-ভঞ্জন হরি।
তাই ডাকি হে শ্রীনাথ করজুড়ি বিনয় করি।
এই ভব-পারাবারে, কে তরিবে মোরে, তুমি বিনে ওহে হরি,
আমার দিয়ে হে নাথ চরণ তরি,
অন্তে শমনের ভয় তারি, ওহে বংশীধারী,
হইয়ে ভব-কাণ্ডারী॥
স্বর্ণের এই মিনতি, ওহে শ্রীপতি,
জীবন যাবার সময় যেন, হেরি চরণ নয়ন-ভরি।
তব রাঙ্গা-চরণ নয়ন-ভরি॥

---

( ৮৫ )

নাম রেখেছি হরিভোলা, ঐ গানের সুর।

ভাবি করব পূজা হরির চরণ,
আমার হয় কি না হয় বাঞ্ছাপূরণ।
মন-ফুল করিয়ে চয়ণ, তুলসী করিব নয়ন,
তায় ভক্তি চন্দন মেখে দিব প্রেমজলে অঞ্জলি অর্পণ॥
সদা পাপে লীন স্বর্ণ, হবে কি বাসনা পূর্ণ,
যদি কৃপাসিন্ধু কৃপা ক'রে করেন বিন্দু বিতরণ॥

---

( ৮৬ )

রাগিণী—খাম্বাজ বারোয়া মিশ্রিত, তাল—মধ্যমান।

হামার মন রহেনা হামারা বছে,
সাধন হবে ক্যায়ছে, ভজন হবে ক্যায়ছে।
যো ভজতে নন্দলালা, চিত্‌মে হয় বহুত আলা,
মধুর মধুর কালা মজতেছো নাম রছে।
মন চায় দুনিয়ামে সুখ, সুখ না মিলায় হয় দুঃখ,
আঁখমে দেখ লেও কুচনেই ছাচ্চা,
ছমজাতেনেই করম দোছে॥
প্রেমছে ভজ গোবিন্দ, হরদম রহ আনন্দ,
আল্‌বাত মিলেগা শ্যাম, রহেগা পাছ মনের খোযে

( ৮৭ )

বাতা দে সখি কোন গলিমে গিয়া শ্যাম,—ঐ সুর।

ভজ সদা গোবিন্দ নাম মনমে মেরা।
জগতে পাওগে সুখ, ছুট্‌-যাত্‌া দিলমে দুঃখ,
রহেগা শ্যাম-প্যোয়ারা
নামছে প্রেমে টল্‌মল, চিত্‌মে না হয় বিকল,
মিলেগা বৈকুণ্ঠ তেরা, আলবাত্‌ মিলেগা।

———*———

( ৮৮ )

রাগিণী—মনোহরসাই বরণ মেষরা।

কোঁথা হে নাথ! ভব-ভয়-হারি,
জীর্ণ-তরি ধরলেম পাড়ি, তরঙ্গ-ভারি।
তুমি বিনে ভবপারে নাই হে কাণ্ডারী।
ভব-তরঙ্গ, দেখে আতঙ্ক, ওহে মুরারী।
যদি তরি ডুবে মরি, কলঙ্ক তোমারি॥

( ৮৯ )

কেন ভুলে তারে আছরে আঁধারে,—ঐ গানের সুর।

এ জগত চালক, জীবগণ পালক,
প্রণতি করিয়ে তারে সদা রেখ মনে॥
অনিত্য বিষয়-মোহে ভুলনা কখন,
সম্পদ গৌরবে থেকনা মগন,
পুত্র-কন্যা-বন্ধুজন, কেহ নহে হয় আপন,
ক্ষণেক কালের দেখা, পথ আলাপনে।
যখন নিতে আসিবে ভীষণ শমনে,
রাখিতে নারিবে সেই পুত্র-বন্ধুজনে.
ঘরের বাহির করে দিবে, আপন আর না বলিবে,
ধরায় পতিত দেহ দহিবে দহনে॥

তাই বলি ওরে মন, হও সাবধান,
সে সময়ে যে তারিবে কর প্রণিধান,
স্থির করি প্রাণ-মন, কর আত্ম-সমর্পণ,
ভয়হারি দীন-বন্ধু তাঁহারি চরণে ॥

( ৯০ )

রাগিণী—বিভাষ।

জাগরে জগতজন, হ'ল নিশি অবসান।
যে প্রভুর দয়ায় নিশ্চিন্ত হইয়ে, সুখে রজনীতে ছিলে ঘুমাইয়ে,
তাঁহার চরণে প্রণতি করিয়ে, করনা তাঁহার নাম স্মরণ ॥
দেখ অগনণ পশু-পক্ষীগণ, করিতেছে সেই বিভূ-গুণগান,
উঠনা সকলে কৃতজ্ঞ হইয়ে, সদা করি তাঁর নাম-গান।
গোলক-বিহারি, মুকুন্দ-মুরারী, অনন্ত মহিমা সেই বংশীধারী
প্রশস্ত অন্তরে ডাকনা তাঁহারে, করিবেন দয়া অখিল তারণ ॥
অনায়াসে যা'বে ত'রে এই ভব-পারাবারে,
পার করিবেন ভব-কর্ণধার ॥

( ৯১ )

দেবা বিদায় গহন কাননে বাঘ,—হরি সাধনায় ঐ সুর।

জগত-জীবন হরি জগত-পাবন।
এ বিপদে রক্ষাকর শ্রীমধুসূদন ॥

মায়া-পাশে বন্দি হ'য়ে, আছি ভব-কারাগারে,
উদ্ধার করহ মোরে, ওহে জনার্দ্দন।
আমি অতি দীনা-হীনা, ভকতি হীনা অভাজন,
কি দিয়ে পূজিব তব কমল-চরণ॥
দীন-দয়াময় বলে তোমায়, ওহে প্রভু করুণাময়,
দয়াকর মমপ্রতি, দয়ার নিধান॥
অপার ভব-সাগর কেমনে হইব পার,
বিনে তব চরণ-তরি, কিসে পাব ত্রাণ—
বিনয়ে বলিছে স্বর্ণ, কর দয়া বিতরণ,
অন্তে ভুলিনা যেন সে রাঙ্গাচরণ॥

( ৯২ )

চল যাই বৃন্দাবনে হেরিগে রাধা শ্যামে,—এই সুর।

ক'রে মন স্থির মতি ভজ কমলাপতি,
যাবেরে তোর বিষয়-বিকার।
অনিত্য বিষয় ত্যজি, মজ সেই পদাম্বুজে,
মধু লোভে যেন মধুকর।
ঘুরে ঘুরে শতদলে, মধু খেয়ে কুতুহলে,
সু-রসে ইন্দ্রিয় অন্তর।
স্বর্ণ বলে ওরে মন, সেই সুধা পান করনা,
সফল হইবে জীবন ছার।
ছোবেনারে কালশমনে সে চরণামৃত পানে,
প্রেমানন্দ হবেরে তোমার।

[ একান্ন ]

( ৯৩ )

বিপদবারণ তুমি নারায়ণ,—ঐ সুর।

হরি অধম-তারণ, বিপদ-ভঞ্জন, ভবের-কাণ্ডারী, শ্রীমধুসূদন।
তব শ্রীচরণ পরশ করিয়ে, অহল্যা-পাষাণী পাইল জীবন॥
জগতের যত পাপী-তাপী-প্রাণ,
তব নাম পানে পাইতেছে ত্রাণ,
শান্তিময় প্রভু শান্তি কর দান,
নাম পীযূষ পানে রহে সদা মন।
তা' হ'লে জীবন সফল কলুস নাশিয়ে পাব পরিত্রাণ।
এ সংসার ঘোর পাপের আগার,
দীনা স্বর্ণ বলে হবে নন্দন-কানন॥

( ৯৪ )

মনের সাধে বদন ভরে বল হরিনাম,—ঐ সুর।

মনরে ভকতি ভরে হরি হরি বল বদনে,
যে নাম ব্রহ্মা যপে চতুর্ম্মুখে, যপেন পঞ্চাননে।
নামে মহিমা অপার, জানতে সাধ্য কার,
নাজানে সুরগণে।
ঐ নাম করিয়ে যতন ভাব অনুক্ষণ,
মনখুলে মনেপ্রাণে।
ঐ নাম যপে শুক, প্রহ্লাদ, ধ্রুবআদি গণ,
জিনিল শমন-রণ,

সেই গুণনিধি নাম যপ অবিরাম,
ছোবেনা কাল-শমনে।
' হরি হরি বল্ মনের সুখে,
ও সেই দীনবন্ধু পতিত-পাবন নাম,
নামে যাবে ভব-ভয়, নাহিক সংশয়,
রেখ নাম মনে মনে।
স্বর্ণের জীবনের আশা, ওপদ ভরসা,
অন্তে পাই স্থান চরণে॥

( ৯৫ )

নগর ছেড়ে কানন ভাল,—ঐ সুর।

ভবের দিন ফুরাইয়ে এল, কি হবে উপায় বল,
বিষয় ভাবনা ছেড়ে, মনরে আমার হরি বল।
মন বড় অবোধ পাজী, ভবের মায়া ভোজের বাজী,
তাতে সদা হয়ে রাজী, হারালে শেষের সম্বল।
ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে যখন, পাইবিরে ঘোর জ্বালাতন,
সে সময়ে এসে শমন ধরে বলবে চল চল।
মনরে তোরে বিনয় করি ভকতিভরে বল হরি,
শমনের ভয় যাবে চলে তাপিত প্রাণ হবে শীতল।
স্বর্ণ বলে হরিনামে, পাবে ত্রাণ পরিনামে,
নামের মালা মনে পরে কররে জীবন সফল॥

—*—

[ তেপ্পান্ন ]

( ৯৬ )

সবে মিলে একই প্রাণে হরি হরি ডাকরে ভাই,—ঐ সুর।

অভয় পদ দিয়ে আমায় ত্রাণ করহে দয়াময়,
ঘোর বিপদে পড়িয়ে নাথ চাই তব পদাশ্রয়।
তুমি জীবের জীবন ওহে পতিতপাবন,
তাই ডাকিহে তোমায় করি বিনয়, আমায় উদ্ধারিতে,
তুমি ত্রেতাযুগে রামরূপে উদ্ধারিলে রাবণ রাজায়,
(তব ভক্ত জেনে)।
দ্বাপরেতে হয়ে বংশীধারী, উদ্ধারিলে কংশ রাজায়,
আমি জানিনা কোন সাধন ভজন, মহাপাপী অধমাধম,
আমার কিছু সম্বল নাই হে হরি।
যদি উদ্ধার নিজ মহিমায়, আমায় দুঃখি জেনে॥

---

( ৯৭ )

রাগিণী—ভৈরবী।

ডাকরে মন যেজন জগত তারণ,
মন-সন্তাপহরণ কলুস-নাশন।
মোহছেড়ে দুর্নিবার ঐ নাম কররে সার,
হবে নারে দুঃখভার করিতে বহন।
মনটী করিয়ে খাটি মেখে তায় ভকতিমাটী,
ঐ রাঙ্গাচরণে লুটি লওরে স্মরণ।
করিলে এমনি যতন লভিবে পরমধন,
অন্তে শমন হবে দমন যাবে আনন্দ ভবন॥

[ চোয়াম ]

( ৯৮ )

এসহে একবার হৃদয় আসনে
মোহন মুরলী ধারী।
পরে' পীতধড়া, শিরে মোহন চুড়া,
বাকা হয়ে বংশীধারী।
তুমি ভকতের গুরু, বাঞ্ছা কল্পতরু,
বাসনা পুরাও হরি,
মম তাপীত জীবন, পায় জ্বালাতন
যাতনা সহিতে নারী।
তব নামে পায় শান্তি, হেরে যাবে ভ্রান্তি,
জুড়াব জীবন হেরি।
শমনের ভয়, ঘুচিবে নিশ্চয়,
স্বর্ণের বাসনা পুরি॥

( ৯৯ )

রবী ঠাকুরের গানের সুর।

ওহে নাথ তুমি, চির প্রাণ সখা,
রয়েছ অন্তরে অন্তরে।
নিকটে থাকিতে, কেহ না'পায় দেখা,
দেখা দাওনা যারে তারে।

শয়নে, স্বপনে, কিবা জাগরণে,
ব্যাকুল হয়ে কেহ না'পায় সন্ধানে,
তুমি বিশ্বরূপ-কায়া, জগত ব্যাপিয়া,
তোমা ছাড়া নাই সংসারে।
তুমি হে আদি, তুমি হে অনাদি,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর আদি,
তিন রূপে উদয়, হও যুগাবধি,
যুগে যুগে হও সাকারে॥
মনের বাসনা রহিল মনে,
পুরিলনা আর এ ছার জীবনে,
স্বপনেও দেখা, পাবনা আর,
স্বর্ণের এ জীবন আঁধারে।

———*———

( ১০০ )

দেখা দিবে কি না দিবে নাথ,
আশায় আশায় দিন ফুরায়ে যায়,
(আমি) আঁধারে পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কত ডাকিতেছি হে তোমায়।
বাঞ্ছাকল্পতরু বলে তব নাম,
নামের গুণে, স্বর্ণের পুরাও মনস্কাম,
অন্তে শমন হ'তে করহে ত্রাণ,
আছি দীনবন্ধু নাম ভরসায়॥

[ ছায়ানট ]

( ১০১ )

হৃদয় বেদনা বহিয়া নাথ,—ঐ সুর।

করহে করুণা ওহে নাথ, সহিতে নারি যাতনা।
তুমি অনাথ সম্বল বলে ভূমণ্ডল,
তাই ডাকি হে তোমায়। (নাথ)
দীন দুঃখী জনে, দয়া কর গেনে,
আর কি আছে সম্বল বলনা॥
গ্রহ-কর্ম্ম বিপাকেতে, কাঁদিতে কাঁদিতে,
প্রাণ যায় যায় ক'রে যায়না।
মম রয়েছে প্রাণী, ওহে চক্রপাণি,
তব দয়া কি হরি হয় না।
তুমি অধমতারণ, পতিত-পাবন,
তবে কেন কর ছলনা।
স্বর্ণের এই মিনতি, ওহে জগতপতি,
অন্তে ক'রনা মোরে বঞ্চনা॥

---

( ১০২ )

রাগিণী—জয়-জয়ন্তি,—আড়াঠেকা একতালা।

কোথা হে নাথ দীনবন্ধু, তরিতে এই ভব-সিন্ধু,
বিতরিয়ে কৃপা-বিন্দু, চরণ-তরি কর দান।
দেখিয়ে ভব-তরঙ্গ, থরথর কাঁপে অঙ্গ,
হয়েছে বিষম আতঙ্ক, বুঝি প্রাণ যায়।

| | |
|---|---|
| তুমি হে ভব-কাণ্ডারী | জানিয়ে ওহে মুরারী, |
| সঁপিলাম তব চরণে, | অধম এ মন প্রাণ। |
| আমার অন্তে নাই | আর কোন স্বার্থ, |
| তব নাম নিয়ে হই চরিতার্থ | এই মিনতি স্বর্ণের ওহে পরমার্থ |
| যখন ভীষণ শমন আসি, | দিবে আমার গলে ফাঁসি, |
| সে সময় শ্রীমধুসূদন | নামে যেন পাই হে ত্রাণ। |

( ১০৩ )

রবী ঠাকুরের গানের সুর।

| | |
|---|---|
| তুমি হে পরম পুরুষোত্তম, | জগতে বলে তোমায়। |
| তব দেহে ত্রিভুবন বিরাজিছে, | জানা যায়। |
| তোমার লীলা-বিভূতি, | জানতে পারে কার শকতি, |
| মুনি-ঋষি- দেবগণ, | সদাভেবে অন্ত নাপায়। |
| যুগে যুগে অবতরি, | কত লীলা দেখালে হরি, |
| কলিতে গৌরাঙ্গ রূপে | নাম দিয়াছ মুক্তি পায়। |
| জীবের হৃদয় মাঝারে, | চিদানন্দ রূপ ধরে, |
| জ্ঞান, মন, প্রাণ, শক্তি, | বিতরিছ দয়াময়। |
| পরম গুরু পরমাত্মা, | এ ভাবে যে হয় জ্ঞাতা, |
| সেত সদানন্দে থাকি সদা, | মানব-জনম সফল হয়। |
| স্বর্ণের এই মানব জীবন, | পাপানলে হল দহন, |
| তব দয়া বিনা কি আর | আছে হে অন্য উপায়। |
| অন্তকালে নাম স্মৃতি, | দয়া করে রেখ শকতি, |
| শমন হ'তে পাই মুকুতি | স্থান পাই রাঙ্গা পায়। |

( ১০৪ )

রবি ঠাকুরের সুর।

ব্যাকুল অন্তরে, ডাকিতেছি তোমায়,
পড়িয়ে অকুল পাথারে।
তুমি অগতির গতি, নিরুপায়ের উপায়,
কাণ্ডারী হও ভবপারে।
রয়েছ হে তুমি জগত ব্যাপিয়া, তব আদেশে জীব আসে যায় বলিয়ে,
জীবের জীবন পরমাত্মা হয়ে রয়েছ সর্ব্ব আধারে।
হৃদয়-বেদনা সহিতেছি আমি;
সকলি জানহে, তুমি অন্তর্যামী,
দুঃখ-দূর হ'তে চির-বন্ধু তুমি,
তাই ডাকিহে নাথ তোমারে।

—*—

( ১০৫ )

নামনিলে দীনবন্ধু পাইবে গো দরশন,—ঐ সুর।

সে সময় দীনবন্ধু দিও আমায় দরশন।
যখন এই ভব হ'তে নিতে আসিবে শমন।
ধরিবে কৃতান্ত এসে, স্ব-জোরে হ'য়ে নিদারুণ,
তখন কি আছে সম্বল, বিনে তব কৃপা বিতরণ।
না করিলাম সাধন ভজন, না পূজিলাম ও-চরণ,
যদি নিজগুণে দয়াদানে, শমন ভয় কর বারণ।

[ উনষাট ]

কাতরে অধমাস্বর্ণ, ডাকিছে নাথ অনুক্ষণ;
এই দীন হীনায় অন্তে দয়া কর অধমতারণ

( ১০৬ )

সঁপেছি হে মন-প্রাণ, তোমার রাঙ্গা-চরণে।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বগ সমর্পণে॥
কি দিয়ে পূজিব চরণ, আমার ব'লে নাই কিছু ধন,
(হেরি) সকলি তব সৃজন পাইনে কোন অন্বেষণে।
ফল-ফুল আদি জীব, আকাশ অনিল, অনল উদ্ভব,
তুমি চৈতন্য ভাবে সম্ভব, কি দিবে এই দীনা স্বর্ণে।

( ১০৭ )

যার বরণ কালো স্বভাব কুটিল, ঐ গানের সুর।

দয়াময় হ'য়ে হরি, নির্দয় হইওনা আমায়।
দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, নাম জেনে, ডাকিহে তোমায়
আমি অতি পাপমতি, কি হবে আমার গতি,
তুমি অগতির গতি, আছি সেই ভরসায়।
জগত-পতি, জগন্নাথ তব পদে প্রণিপাত,
কর ভবোপোতে দৃষ্টিপাত, আছি সেই ভরসায়।
স্বর্ণ কয় ওহে বিশ্বনাথ, মনেতে ভাবিয়ে বিষাদ,
অনিত্য বিষয়ে সাধ নাই, স্থান দিও রাঙ্গা পায়

( ১০৮ )

চাতুরালী গানের যাত্রার সুর।

বিপদে ভয় কিরে মন, নাম নিলে হয় বিপদ বারণ।
মনখুলিয়ে ডাকনা তারে, বলিয়ে শ্রীমধুসূদন।
অন্ত নাই সে নামের গুণে, যে নাম যপে দেবগণে,
সদা ধ্যানে পঞ্চাননে, হৃদয়ে করিয়ে যতন।
পাপী তাপি অধম তরে, অনায়াসে ভব পারে,
ভকতিভরে, বদনভরে, ডেকে বল্লে পতিতপাবন।
শ্যামল-সুন্দর বরণ, রূপে জগত করছে মোহন,
ঐ রূপ হৃদে করলে ধারণ, হবেরে তোর শমন দমন।
অধম স্বর্ণের এই মিনতি, থাকে যেন পদে মতি,
জীবনান্ত সময় যেন, হেরি তব রাঙ্গা চরণ।

( ১০৯ )

ভবের খেলা খেলতে মন বড় পাগল,
মন বসেনা হরিনামে, কি হবে যে পরিণামে,
ভুলেও ভাবেনা মনে, পেতে মায়া জাল।
যখন বসে পূজাকরে, মন থাকে যে রান্নাঘরে,
কি দিয়ে কি রান্না করে, হয়না ভাল।
একবার যদি বলি হরি, পাঁচবার লোকের দোষ বিচারী,
সংসারে এই কর্ম্ম করে, কাটাই চিরকাল।

[ একমট্টি ]

স্বর্ণ বলে হরিবলে ত্রাণ পাবেরে পরিনামে,
স্বয়ং হরি পার করিবেন, ভব জলধি-জল।

( ১১০ )

যাত্রার চাতুরালীর সুর।

মন-পাখী পোষ মানেনা, উড়ে বেড়ায় বিষয়-বনে,
ধরতে-চেলে ধরা দেয়না, কি ক'রে ধরি এখনে।
মন-পাখী হয়ে বাজী, জেনে বিষয় ভোজের বাজী,
তা'তে সদা হয়ে রাজী, প্রাণ সঁপিছে কাল-শমনে।
স্বর্ণ বলে বিবেক ডুরি, তাই দিয়ে বন্ধন করি,
এ দেহ পিঞ্জরে ভ'রি রাখিতে হবে যতনে।
আধার দিলে ভকতি রসে, থাকবে পাখী মনের খোষে,
বলবে বুলি মধুর-ভাষে, হরি হরি বোল বদনে।

( ১১১ )

রাগিণী—জঙ্গলাসিন্ কাফি।

মন সন্তাপ হরণ, কলুষ-নাশন,
সুধামাখা হরিনাম, হরিনাম।
ঐ নাম করি পরিহার, ভূলে অনিবার,
অনিত্য বিষয়ে কাম।
। সাষ্টি ।

আমার অবোধ রসনা প্রবোধ মানেনা,
জপে না নাম অবিরাম।
যে নাম করিলে স্মরণ, ছোঁবেনা শমন,
অন্তে যাবে মোক্ষধাম॥
জগত-তারণ, পালন-কারণ, লইলে সে সুধা নাম,
(তবে) গোলক-বিহারী, মুকুন্দ-মুরারী,
দেখা দিবেন গুণধাম॥

( ১১২ )

রাগিণী—সিন্ধু—আড়-খেমটা।

মনরে তোর পায়ে ধরি, ভকতি ভরে বল হরি;
নামে জুড়াবে তাপিত জীবন, ভব-ভয় পরিহরি॥
মন কেন অবোধের মত, রয়েছ বিষয়ে মত্ত,
হরিনাম পরমতত্ত্ব ভুলে একবার না স্মরি॥
কি হবে তোর অন্তঃকালে, ভাবিলেনা মায়াজালে,
আসিয়ে যখন কালে, নিবেরে ব'লে ধরি॥
কেনরে মন হরিনাম যপিছনা অবিরাম,
(নামের গুণে) চলে যাবে মোক্ষধাম চরণ স্মরণ করি
এখন মন দিন থাকিতে, ভজ সেই রাধানাথে;
অন্তে ভীষণ শমন-রণ যাবিরে তুই জয় করি॥

———*———

( ১১৩ )

শ্যামা সঙ্গীত।

মন্দিরে দ্বার দিয়ে কতকাল রবে ঘুমিয়ে,
তব অধমা তনয়া কাঁদে ভব আঁধারে পড়িয়ে।
দ্বার খুলে হের জননী, ভয়ে কাঁপিছে প্রাণী,
মা বিনে কে আছে আর ভয় হরে অভয়ে॥
কু-সন্তান বলে কিগো মায় পারে উপেক্ষিয়ে,
দাঁড়াও এসে একবার মা-ডেকে জুড়াই হিয়ে॥
পাষাণের কন্যা বলে' রয়েছ কঠিনা হয়ে।
তাই জগতে ডাকে সবে (মা) পাষাণী বলিয়ে

( ১১৪ )

(শ্যামা) কত দোষে দোষী মাগো আছি তব রাঙ্গাপায়,
আমি দোষী বলে মোর কপালে এত দুঃখ লিখা যায়॥
শত দোষে আছি দোষী ক্ষম গোমা মুক্তকেশী,
সন্তানের শত দোষ মায়ের কাছে ক্ষমা পায়।
কাঁদিতেছি দিবা-নিশি, দুঃখ পেয়ে রাশি রাশি,
ভব-সাগরেতে ভাসি, হয়েছি মা নিরুপায়॥
দয়াময়ী নিজগুণে, অভয় কর প্রদানে,
ভব-জলধি পার হইতে চরণ-তরি দেও আমায়॥
দুঃখে স্বর্ণ কেঁদে বলে, রবিসুত নিবে বলে,
সে সময়ে কাল-নাশিনী নিবারিও শমন-দায়॥

—*—